মৌলবী-মাওলানা-ছাইদি

মো: জামিলূল বাসার

আরবী 'মাওলানা' শব্দ নয় বরং একটি পূর্ণ বাক্য; 'মাওলা' এবং 'না'। 'মাওলা' অর্থ: প্রভু বা আল্লাহ; 'না' অর্থ: আমরা বা আমাদের। এই বাক্যটি কোরানে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং একমাত্র 'আল্লাহ' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, দেখুন:

১. আন্তা মাওলানা ফানছুরনা আলাল কাওমেল কাফেরীন। [বাকারা-২৮৬]। অর্থ: তুমিই আমাদের একমাত্র প্রভু [মাওলা] সুতরাং আহাম্মক, বর্বর, মূর্খদের। [কাফেরদের] পথে আনতে আমাদের সাহায্য কর।
২. বালেল্লাহু মাওলাকুম অ হুঅ খাইরুন্নাছেরীন। [এমরান-১৫০]। অর্থ: আল্লাহ্ই তো তোমাদের প্রভু [মাওলা] এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।
৩. ছুম্মা রূদ্দু ইলাল্লাহে মাওলা কুমুল হাক্কে। [আন্'আম-৬২] অর্থ: অতঃপর তারা তাদের মাওলা [প্রভু] আল্লাহ্র মধ্যেই [দিকেই] ঘনিভূত [প্রত্যাণিত] হয়।
৪. অইন তাওয়াল্লাও ফাআলামু আন্নাল্লাহা মাওলাকুম, নেয়ামালমাওলা অ নেয়ামান্নাছিরু। [আনফাল-৪০]। অর্থ: যদি তারা ফিরে যায় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ই তোমাদের মাওলা [প্রভু] কত উত্তম মাওলা [প্রভু] এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!
৫. হুঅ মাওলানা। [তাওবা-৫১] অর্থ: তিনিই আমাদের মাওলা [প্রভু]।
৬. হুঅ মাওলাকুম, ফানেয়ামালমাওলা অ নেয়ামান্নাছির। [হাজ্জ-৭৮] অর্থ: তিনিই তোমাদের মাওলা [প্রভু] কত উত্তম মাওলা এবং সাহায্যকারী তিনি।
৭. অল্লাহু মাওলাকুম। [তাহ্রীম-২] অর্থ: তিনিই তোমাদের মাওলা [প্রভু]।
৮. জালিকা বেআন্নাল্লাহা মাওলাল্লাজীনা আমানু অ আন্নাল কাফেরীনা লা মাওলা লাহুম। [মুহাম্মাদ-১১] অর্থ: ইহা এজন্য যে, আল্লাহ্ ভক্তদের মাওলা [প্রভু] এবং কাফেরদের [ধর্মান্ধ, মূর্খদের] কোন মাওলা [প্রভু] নেই। [কোন ক্ষেত্রে 'মাওলা'র বঙ্গানুবাদ 'অভিভাবক' করা হয়েছে, মূলত 'অলি' বা 'অকিল' অর্থ অভিভাবক, তাও কোরানে উল্লেখ আছে বটে]।

আরবী সাহিত্যে 'মাওলা' ছাড়া 'মাওলানা' বা 'মৌলবী' বলতে কোন শব্দ নেই। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষে বর্ণিত আছে যে, 'মাওলাবীয়া', 'মেওলাবি'য়্যা:', 'মাওলাবী', 'মেওলাবী' ইত্যাদি তুর্কী শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে আরবী 'মাওলা না' অর্থ: 'আমাদের প্রভু' বাক্যেরই রূপান্তর। এটি একটি তুর্কী মারেফাতী দরবেশ দলেরও নাম, যারা নাচন-কুর্দন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। [দ্র: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ; পৃ: ১২৬, ১২৭;২য় খন্ড]।

উল্লেখিত কোরান ও বিশ্বকোষের বর্ণনায় এক্ষণে 'মাওলা না' বাক্যটির অর্থ 'আমরা বা আমাদের প্রভু বা আল্লাহ [মৌলবী উহার একবচন অর্থাৎ আমি বা আমার আল্লাহ] তাতে সন্দেহ করার কোন হেতু আছে বলে মনে হয় না। উপরন্তু বিশ্বকোষের আর একটি বর্ণনা লক্ষ্যণীয় বটে:

"--প্রায়শ আল্লাহকে আরবী সাহিত্যে বলা হয় 'মাওলা না', আমাদের প্রভু। ঠিক এই কারণেই হাদিসে ক্রীতদাস তাহার মনিবকে 'মাওলা' বলিয়া সম্বোধন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।" (বুখারী, জিহাদ, বাব ১৬৫; মুসলিম, আল্ফাজ; হাদীস' ১৫,১৬) [সূত্র: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ; ২য় খন্ড;পৃ:১২৬]

আশাকরি এবারে 'মাওলানা' অর্থ যে আলবৎ 'আমাদের প্রভু' তাতে তিল পরিমাণ দ্বিমত্ পোষণ করার যুক্তি ও শক্তি বিশ্বের কারো নেই। এক্ষণে, 'মাওলানা কেরামত আলী ছাইদি' অর্থ আমাদের প্রভু বা আল্লাহ কেরামত আলী ছাইদি!! প্রকাশ থাকে যে 'ছাইদি' শব্দটিও প্রভু বা আল্লাহ সমার্থজ্ঞাপক শব্দ [দেখুন: ঐ, পৃ:১২৬]।

প্রধানত ইরান, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, ভারত ছাড়া এ খেতাব কেউ ধারণ করে না তবে বাংলাদেশের প্রায় ঘরে ঘরে 'মাওলানা'র আবির্ভাব অব্যাহত রয়েছে। আরবদেশগুলিতে বাক্যটির ব্যবহার শেরেকী মনে করে বিধায় আরবী খেতাবটি

আরবদেশের মানুষের নামের আগে ব্যবহার দেখা যায় না বা করেই না। সমগ্র আরবদেশে একজন মাওলানাও নেই!

বাংলাদেশে ইসলামী বা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে আলীম, কামিল, ফাজিল, মুফতি, হাফেজ, ক্বারী ইত্যাদি খেতাব ছাড়া এমন কোন কারিকুলাম বা কোর্স নেই যা পাশ করলে উক্ত ঘোর শেরেকী খেতাবটি প্রদান বা গ্রহণ করতে পারেন, এমনকি বিশ্বের এমন কোন সংস্থা নেই। এই শেরেকী খেতাবটি কে দেয়! কারা দেয়! আল্লাহর পুজি খাটিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ী কথিত আলেম-আল্লামাগণ কোথায় পান! শরিয়ত ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম কি না!

অনেকের ধারণা যে, মাওলানার অর্থ বন্ধুও হয়। হতে পারে! কিন্তু কোরানে বন্ধু হিসাবে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। তাছাড়া প্রচলিত 'মাওলানাগণ' সাধারণের সাথে কি বন্ধু হিসাবে চলা-ফেরা, কথা-বার্তা বা ওঠা-বসা করেন! সাধারণকে বন্ধু অর্থে মাওলানা বলে মনের ভুলেও সম্বোধন করে থাকেন! জনসাধারণ কি বন্ধু হিসাবে 'মাওলানা' বলে সম্বোধন করেন! না নিজেরা স্ব-ঘোষিত খেতাবটি গ্রহণ করে প্রভুত অহংকার ধারণ করে বেহেস্তের ওকালতি করেন বলেই গাছের প্রথম ফলটি, মুরগির প্রথম ডিমটি, পুকুরের বড় মাছটি, ছাগল-গরুর মাথাটি, প্রথম বেতনের সিংহভাগটি [হালে শিক্ষিত সমাজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে বটে!] ঘরে-বাহিরে সর্বোচ্চ আসনটি গ্রহণ করে তাদের গুণা মাফের সুপারিশ আর বেহেস্তের শাফায়াত করে নগদ নগদ হারাম অর্থ ভক্ষণ করে থাকেন! তদুপরি দেখামাত্র ছালাম না দিলে বেয়াদপ, বে-দ্বীন বলে অভিশাপ দিয়ে থাকেন। পীর কেবলা, বাবাজানের জন্য খাট-পালং, গদি পাতা চেয়ার নির্দিষ্ট করে রাখতে হয়, দর্শনমাত্র সেজদা দিতে হয়, বাবাজানকে খোস করার জন্য ত্রুটিহীন উদার সেবার জন্য আপন স্ত্রী-কন্যাদের নিয়োজিত করতে হয়! অতএব খেতাবটি বন্ধু হিসাবে প্রমাণ করার শরিয়তী-মারেফাতী কোন ফাঁক-ফোঁকড় নেই। তাজ্জবের বিষয় ৯৯ শতাংশ কথিত আলেমগণ [জ্ঞানী-বিজ্ঞানী] বাপ-দাদা প্রদত্ত নামটির সঙ্গে 'মোহাম্মদ' শব্দটি বিলুপ্তি করে তদস্থলে কুফুরী ও শেরেকী 'মাওলানা' খেতাবটি বসিয়ে দেন। অর্থাৎ 'মোহাম্মদ' খেতাবটি আর পছন্দ হয় না, আত্মতৃপ্তিও হয় না, অতএব এখন মানুষের প্রভু 'মাওলানা' হওয়া দরকার তাই স্ব-জ্ঞানে, স্ব-ইচ্ছায় এবং স্বয়ং ঘোষিত 'মাওলানা, মৌলবী, ছাইদী' খেতাব অহরহ ধারণ করে থাকেন! কি করে এবং কোন সাহসে বিশ্বাস করবো যে, আলেম-আল্লামাগণ বর্বর-মূর্খ হেতু বাক্যটির অর্থ জানেন না!

অনেকের ধারণা যে, খেতাবটি সম্মানসুচক। সম্মানসুচক বটেই এবং এমন স্ব-ঘোষিত সম্মান যা আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেয়! এমন নির্ভেজাল শিরক্ অন্য কোন ধর্মে নজীর নেই।

মহানবী স্বয়ং মাওলানা ছিলেন না; তার কোন ছাহাবা এমনকি খলীফাগণও ঐ খেতাব ধারণ করার সাহস পান নি, এমনকি আরবের লোকেরাও তা এখনও ধারণ করে না; যদিও শীয়াগণ হযরত আলীকে 'মাওলা' খেতাবে সম্বোধন করেন এবং প্রধানত শিয়াগণই উক্ত শেরেকী খেতাবটির জন্মদাতা। অতএব সুন্নী পোশাদারী আলেম, বে-আলেমগণ কোন সাহসে! এবং কিসের লোভে এবং কিসের উপর ভিত্তি করে আদিকাল থেকে এই শেরেকী, হারামী খেতাবটি ধারণ করে আকার আকৃতিতে প্রভু হয়ে আছেন! অতঃপর স্বঘোষিত নায়েবে রাছুলও [রাছুলের সচিব বা সেক্রেটারী] দাবী করছেন! কোন দাবীটি তাদের সঠিক এবং মূলত: তারা কোন পথে! তা স্ব -স্ব এবং সার্বিক স্বার্থে, কোরানের আলোতে সংশোধন হওয়া এবং সংশোধন করা প্রতিটি মানুষের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করা এক্ষুণি জরুরী।

প্রকাশ থাকে যে, পেশাদারী আলেম-পীর সমাজে যুক্তিবাদী, তর্কবাগীশ, ছাইদি, বিপ্লবী, হযরত, হুজুরেকেল্লা, জামানার মোজাদ্দেদ, পীরে-কামেল, মোর্শেদ, আল্লামা, গাউছুল আজম, পীরে আজম, বিশ্ব অলি, বিশ্ব ইমাম, শায়খ, ইমামুদ্দীন [ধর্মের নেতা] ইত্যাদি হাজার রকমের স্ব অথবা পরিবার ঘোষিত খেতাব বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। এই খেতাবী প্রতিযোগিতার মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম বাজারে নিজকে আকর্ষণীয় পণ্য হিসাবে উত্থাপন করা। কিন্তু প্রকৃত আলেমগণের এতে লজ্জা পাওয়ার কথা! আইনের দৃষ্টিতে প্রতারক প্রমানিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর!

ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল গুনা মাফ করতে পারেন কিন্তু শেরেকী গুনা মাফ করেন না। অতএব, আমাদের পূর্ব-পুরুষ বাপ-দাদাগণ, প্রখ্যাত-বিখ্যাত অলি-আল্লামা, যারা উক্ত খেতাবটি নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, এবং বর্তমানে যারা ধারণ করে আছেন, তাদের পরিচয় কি! ঠিকানা কোথায় হতে পারে তা জীবিত প্রভুগণ [মাওলানাগণ] স্বপ্ন বা এস্তেখারা ছাড়াই চোখ মেলে সনাক্ত করতে পারেন। অতএব, তাদের উচিৎ মন্দির, গীর্যায় অথবা সংসদে স্ব স্ব স্বার্থে তওবা করে এই মূহুর্তে খেতাবটির দাবী ত্যাগ করা। কিন্তু এমন একজন মাওলানা (প্রভু) পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ!

বরং লেখককে উল্টা কাফের, মোরতাদ বলে স্ব-স্ব ব্যবসা রক্ষায় কুটকৌশলে অপপ্রচার করে দুনিয়ার ফায়দা হাসিলে তৎপর থাকবেন বলেই বিশ্বাস।

প্রকাশ থাকে যে, 'মাত্র কিঞ্চিৎ মাথা নুইয়ে সম্মান প্রদর্শন 'শেরেকী' বলে শরিয়ত বেদাতী ফতোয়া এবং পুরুষ ডাক্তারদের মহিলা লাশ পোস্ট মর্টম করা শরিয়ত বিরোধী বলে সংসদে আইন পাশ হয়েছে।

'মাথা নোয়ানো' তো দূরের কথা বরং সেজদা করার স্পষ্ট বিধান আছে কোরানে। মাতা-পিতা বা সম্মানিত লোককে সরাসরি সেজদা করার রীতি স্বয়ং কোরানই অনুমোদন করে, দেখুন:

অ রাবাআ আবাওয়াইহে আলাল আরশে অ খাররু লাহু সুজ্জাদান। [ইউসুফ-১০০] অর্থ: এবং ইউসুফ তার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসালো এবং তারা সকলে তার সম্মানে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়লো।

এই সিজ্‌দার ব্যাপারে আল্লাহর কোরানের ফুটনোটে একাকার, একক আল্লাহর বিরুদ্ধে অসংখ্য আল্লাহ দাবীদারগণ [মাওলা না] ফতোয়া লিখেছেন: 'সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই সিজ্‌দা পূর্ববর্তি শরীয়তে বৈধ ছিল। অর্থাৎ এখন তারা অবৈধ ঘোষনা করেছেন। [দ্রঃ কোরান, ইসলামীক ফাউন্ডেশন পৃ:৩৭৭, ফুটনোট নং-১৫৯]।

আয়াতটি কোরানের এবং আল্লাহর অহি; ইহা মনছুখ করেছে বা বর্তমানে ইহা অচল, এমন কোন প্রমাণ সমগ্র কোরানে নেই। বরং কোরান বলে, 'আল্লাহর সুন্নাতে [বিধানে] কখনও কোন রদ-বদল হয় না।' অতএব শরিয়তী এম,পি, মোফাচ্ছেরগণ কোরানের জলজ্যান্ত আয়াতটির বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদানের ধৃষ্টতা তিন শত সাংসদ, আলেম-নেতাসহ প্রায় ১২ কোটি মোসলমান কি করে নীরব ভূমিকা পালন করছেন! এর বিরুদ্ধে কেউ যদি প্রকাশে চ্যালেঞ্জ করে তবে অবশ্যই প্রচলিত শরিয়ত কোরানের আলোকে কাফের বলে প্রমানিত হবে। অতএব তাদেরই রচিত 'জিহাদের' বিধান মতে, তাদের হত্যাকারী বেহেস্তের দাবী করতে পারে। সুতরাং এমন একটি মোক্ষম 'ইসু' মৌলবাদ বিরোধীগণ কেন লুফে নিচ্ছেন না, তা বলা মুশকিল।

মাথা নোয়ানোর অর্থ 'আল্লাহ' স্বীকার করে নেয়া নয়। তার ভাবার্থ বিনম্র, বিনীত এবং বাধ্য থাকার ভাব প্রকাশ করা, যা উল্লেখিত ফুটনোটেও স্বীকার করা হয়েছে। সংসদ সদস্যগণ স্পীকারকে আল্লাহ হিসাবে গণ্য করেন না, পীর, মোফাচ্ছের হিসাবেও নয়; কোরানে স্পষ্ট সেজদার অনুমতি থাকলেও তারা সেজদা, রুকু করেন না। অথচ এই সাধারণ বিষয়টি নিয়ে মাত্র একজন প্রভু [মাওলানা] স্পীকারসহ ৩ শত সদস্যদের মুখে চুন-কালি মেখে দিয়েছেন এবং শরিয়তের দোহাই দিয়ে কোরানকে অস্বীকার করেছেন। অথচ এমন একজন সদস্যও প্রতিবাদ করার যুক্তি সাহস না পাওয়ার কারণ বোধগম্য নয়। পক্ষান্তরে সারা মুসলিম বিশ্ব মাথা উচু করেই খ্রিস্টানদের পায়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েছেন! নাথুরাম গান্ধীকে সেজদা করেই তো গুলি করেছিল! তবুও আশা ভরসার কথা। এক্ষণে 'মৌলবী' 'মাওলানা,' ইত্যাদি শেরেকী খেতাব বিষয়ক প্রশ্ন সংসদে উত্থাপন করার জোর দাবীর পথ সুগম হয়েছে। লক্ষ প্রভু [মাওলানা] এবং ৩ শত সংসদ সদস্যের মধ্যে দু'একজনও কি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন বলে মনে হয়? মাওলা না নিজামী, মাওলা না আমীনী, মাওলা না আজিজুল হক, মাওলা না ওবাযদুর রহমান, মাওলা না আ: মন্নানসহ লক্ষ লক্ষ আল্লাহগণকে প্রশ্ন করি: 'বাবারা তোমরা যে কোরান মানো এক্ষণে তার প্রমান হাজির কর।'